ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 840-846
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.296

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে নারী স্বাতন্ত্রতা: প্রফুল্ল রায়ের 'অদ্বিতীয়া' উপন্যাসের নিরিখে

কেয়া দাস চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, রাম ঠাকুর কলেজ, পশ্চিম ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 01.03.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

One of the famous fiction writers of contemporary Bengali literature is Prafulla Roy. He came to India with the pain of partition in the year of 1947. Refugee problem, civic life issues were the main subjects of his novels and stories. Most of the studies have been done mainly on these two topics. However, in his various novels, protesting female characters are featured. Among them, I will try to highlight in this research paper the uniqueness of Nirupama's character in the novel 'Adwitiya'.

Keywords: Fiction, contemporary, partition, refugee, civic life, protesting, featured, uniqueness

"নারী হচ্ছে টি-ব্যাগের মত,
গরমজলে দেয়ার আগে তুমি বুঝতে পারবে না সে কতটা শক্তিশালী"

– এলিয়ানর রুজভেল্ট

নারী– এক অত্যন্ত জটিল এবং বহুমাত্রিক অধ্যায় হিসেবে যুগে যুগে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এই মানবসত্তার ভেতরে লুকিয়ে আছে নানা রূপ; তিনি কখনও প্রবল স্নেহপরায়ণ, শান্ত এবং স্নিগ্ধতায় মুখর, ঠিক যেন এক স্নিগ্ধ নদীর মতো যার পবিত্র স্পর্শে সমগ্র জীবন গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে। আবার এই নারীই পরিস্থিতির প্রয়োজনে হয়ে ওঠেন তীব্র প্রতিবাদী, সমস্ত রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এক রুদ্ররোষের হুঙ্কার, আবার কখনও তিনি হয়ে ওঠেন নিছকই এক সরলতার পূর্ণ প্রতিমা। এর পাশাপাশি নারীর চরিত্রের আরেক দিক হলো তিনি আবার কখনো ছলনাময়ীও বটে। অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে নারীচরিত্র চরম বৈচিত্র্যতায় ভরপুর।

এই অসীম বৈচিত্রের আস্বাদন পেতে এবং এর গভীরতা উপলব্ধি করতে সময়ের ব্যবধানে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বহু স্বনামধন্য সাহিত্যিক 'নারী' নামক এই প্রবল জটিল অধ্যায়ের নিবিড় অধ্যয়ন করেছেন। এই সমস্ত সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্ট নারীদের দৃষ্টান্ত অন্য কোনো কল্পজগত থেকে নয়, বরং আমাদের এই বাস্তব সমাজ থেকেই প্রতিনিয়ত আহরণ করেছেন। এক্ষেত্রে বাংলা কথাসাহিত্য এবং তার ঐতিহ্যও এই সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বাংলার প্রথম সার্থক উপন্যাসিক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি যেমন 'দুর্গেশ নন্দিনী', 'আনন্দ মঠ', 'রজনী' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে নারীর চরিত্রের এই বিশাল বৈচিত্র্যতা পাঠকদের সামনে দেখিয়েছেন। এরপর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই এক নতুন যুগের উন্মেষ; তাঁর অমর নারী চরিত্রদের মধ্যে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী, 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, কিংবা 'ঘরে বাইরে'র বিমলা প্রভৃতি চরিত্রগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে এবং নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এক কথায় স্বাতন্ত্র্যময়ী। মহিলাদের দ্বারা রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে, প্রখ্যাত মহিলা উপন্যাসিক দের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত 'ত্রয়ী' উপন্যাসের যে সকল নারী চরিত্ররা রয়েছেন, তারা তৎকালীন সমাজের প্রচলিত এবং কঠিন বেড়াজালকে ভেঙে ফেলার এক চূড়ান্ত দুঃসাহসিকতা দেখাতে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে থাকা বহু বিখ্যাত উপন্যাসেই এই 'নারী' চরিত্রের এক অনবদ্য স্বাতন্ত্র্যতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বারবার পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে সমসাময়িক উপন্যাস সাহিত্যের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য সাহিত্যকদের উপন্যাসের নারীরা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি আধুনিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই আধুনিকা নারীরা সমাজের বুকে চেপে বসা সামাজিক ও পারিবারিক গোঁড়ামি, নানা ধরনের অযৌক্তিক বিধিনিষেধ, অবজ্ঞা এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা লাঞ্ছনার কঠিন প্রাচীরকে নিজেদের বলিষ্ঠ পদাঘাতে চূর্ণ করে দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্রতার এই এক নীরব প্রতিযোগিতায় অন্যান্যদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

তবে, এই সমসাময়িক কালের উপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁর রচনায় অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে স্বাতন্ত্র্যময়ী, বিশেষ করে সমাজের চোখে চোখ রাখা প্রতিবাদী নারীদের কথা প্রবলভাবে উঠে আসছে, তিনি হলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। তাঁর রচিত সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের সন্ধান পাই, যে সকল উপন্যাসে এই প্রতিবাদী নারী সত্তার এক অভাবনীয় প্রকাশ ঘটেছে। এই বিশিষ্ট উপন্যাসগুলি নিচে ক্রমানুসারে তালিকাভুক্ত করা হল:

- 'অদ্বিতীয়া', যা প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রসাদ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায়, ১৯৮৭ সালে।
- 'ইস্পাতের ফলা', যেটি 'শারদীয় নবকল্লোল' পত্রিকায় ১৯৯০ সালে আত্মপ্রকাশ করে।
- 'অদিতির উপাখ্যান', যা প্রকাশ পায় এপ্রিল, ১৯৯২ সালে।
- 'শিখর পেরিয়ে', বর্তমান পত্রিকার শারদ সংখ্যা, ২০০৪-এ প্রকাশিত একটি রচনা।
- 'আবার বাতাস বয়', যা কলকাতা বইমেলা, ২০০৭ সালে পাঠকদের সামনে আসে।
- 'অস্ত্র', নামক উপন্যাসটি 'পাঁচটি প্রিয় উপন্যাস' সংকলনে জানুয়ারি ২০১১ সালে স্থান পায়।
- 'প্রতিধ্বনি', শারদীয়া প্রসাদ পত্রিকায় ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- 'পা রাখার জায়গা', যা 'নবকল্লোল' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় এপ্রিল ২০০৯ সালে প্রকাশিত।
- 'জলবিন্দু', এই উপন্যাসটি 'পাঁচটি বাছাই করা উপন্যাস' গ্রন্থে বইমেলা ২০১১-তে স্থান পায়।
- 'তটিনী তরঙ্গে', প্রকাশিত হয় 'প্রিয় অপ্রিয়' সংকলনে, ১৯৮৯ সালে।
- 'আকাশের সীমা নেই', এটিও 'পাঁচটি প্রিয় উপন্যাস' সংকলনে জানুয়ারি ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও এমন আরও অনেক সৃষ্টি তাঁর রচনা সম্ভারে রয়েছে।

লেখক প্রফুল্ল রায়ের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে আলোকপাত করলে জানা যায়, অধুনা বাংলাদেশে তাঁর জন্ম হওয়া সত্ত্বেও, কেবলমাত্র জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এবং পরিস্থিতির চাপে পড়ে পঞ্চাশের দশকে তিনি এদেশে চলে আসতে বাধ্য হন। নিজের প্রিয় জন্মভূমি থেকে নিজের শিকড় উপড়ে ফেলে এই সুবিশাল

ভারতবর্ষে নতুন করে শিকড় জমাতে তাঁকে সে যুগে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এবং প্রচুর লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সুবিশাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি দীর্ঘকাল ধরে পরিভ্রমণ করেছেন, যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে অত্যন্ত বিচিত্র জীবিকা এবং নানা ধরনের জীবনধারার এক জ্বলন্ত সাক্ষী তিনি নিজেই। আর নিজের জীবনের এই বহুমূল্য অভিজ্ঞতাকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগিয়েই তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্য জগতে একের পর এক বিখ্যাত উপন্যাস এবং বিভিন্ন স্বাদের অসংখ্য ছোট গল্প তাঁর অগণিত পাঠককুলকে পরম যত্নে উপহার দিয়েছেন।

তাঁর এই বিস্তীর্ণ সাহিত্য রচনার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে বারবার উঠে এসেছে তৎকালীন যুগের জ্বলন্ত সমস্যা যেমন উদ্বাস্তু সমস্যা, সমাজের অবহেলিত নিম্নবর্গের জীবনের করুণ আর্তনাদ, এবং আধুনিক নাগরিক জীবনের নানা জটিলতা। তবে, এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে যে বিশেষ বিষয়টি আমার নিজের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু, তা হল তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের এই নারীদের এক অভাবনীয় স্বাতন্ত্র্যতার দিকটি। পূর্বে উল্লেখিত বিষয়গুলি নিয়ে, বিশেষত তাঁর রচনায় প্রতিফলিত উদ্বাস্তু সমস্যা এবং নিম্নবর্গ চেতনা নিয়ে সাহিত্য মহলে ইতিপূর্বেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং গবেষণা হয়েছে। এই বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে:

(১) 'প্রতিধ্বনি গবেষণা পত্রিকা' (Volume-VIII, Issue-III, January 2020, Page no- 34-44)-এ প্রকাশিত আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, কাছাড়, আসাম-এর বাংলা বিভাগের গবেষক মধুসূদন সরকারের একটি প্রবন্ধের কথা বলা যেতে পারে। প্রবন্ধটির নাম *'প্রফুল্ল রায়ের ছোট গল্প- দেশ ভাগ: একটি বিশ্লেষণ পাঠ'*। এখানে উক্ত প্রাবন্ধিক প্রফুল্ল রায়ের মোট ১৭টি ছোটগল্পে কীভাবে নির্মম দেশভাগের যন্ত্রণা এবং ভয়াবহ উদ্বাস্তু সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে, তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন।

(২) ত্রিপুরা সরকার দ্বারা প্রকাশিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'গোমতী'-এর ৩৩ তম বর্ষ, বইমেলা ১৪১৫ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ স্থান পায়। *'আকাশের নিচে মানুষ পটভূমি গারুদিয়া'* শিরোনামে ড: মৈত্রেয়ী দত্ত এই প্রবন্ধটি লিখেছেন, যেখানে তিনি ছোটোনাগপুরের গারুদিয়া মৌজাকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনিতে জমির মালিক রঘুসিং এবং ভূমিদাস ধর্মা ও কুশীদের কঠিন জীবন যন্ত্রণার দিকটি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

(৩) '*প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস- সময়-সমাজ-সঙ্কট'* (করুণা প্রকাশনী, ১৮/এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯) নামক গ্রন্থের লেখিকা ড. অমৃতা সাহা উক্ত গ্রন্থটিতে তৎকালীন সমাজ এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা নানান সংকটের এক গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসগুলিকে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন। এই একই গ্রন্থেই প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে 'বহুমাত্রিক নারী চরিত্র' নামক একটি অধ্যায়ে ড. সাহা লেখকের বিভিন্ন উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করেছেন।

উপরিউক্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর, আমার বর্তমান গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হল প্রফুল্ল রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'অদ্বিতীয়া' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিরুপমার চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যতার এক নিবিড় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। উল্লেখ্য যে, এই উপন্যাসটি ২০১১ সালের কলকাতা বইমেলায় 'পাঁচটি বাছাই উপন্যাস' সংকলনে স্থান পেয়েছিল। সাহিত্যের আঙিনায় এই বিশেষ চরিত্রটি নিয়ে আরও গভীর গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আজও বিদ্যমান রয়েছে। 'অদ্বিতীয়া' উপন্যাসটি রচনার মূল প্রেরণা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রখ্যাত লেখক প্রফুল্ল রায় নিজেই তাঁর লেখনীতে উল্লেখ করেছেন, "এই উপন্যাসের যিনি মূল চরিত্র তাকে আমি দেখিনি আমার এক বন্ধুর কাছে তার কথা শুনেছিলাম। এমন বিরল প্রতিবাদী মানুষ আজকের এই নোংরা, কদর্য পরিবেশে সম্ভবত খুব কমই পাওয়া যাবে। এই শ্রেণীটি প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে" (প্রফুল্ল রায় রচনা সমগ্র-৬, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১২, পৃঃ ১০-১১)। সমাজ থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া এই তীব্র প্রতিবাদী নারী

চরিত্রটিকে লেখক তাঁর অসামান্য কলমের আঁচড়ে এবং অভাবনীয় দক্ষতার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন, যা আজও অগণিত পাঠককুলকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে চলেছে।

নিরুপমা চরিত্রটির এই অনন্য চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যতাকে পাঠকদের সামনে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য উপন্যাসে বর্ণিত তাঁর চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ দিকের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা যেতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ:

(ক) বিলাসবহুল জীবনের প্রতি চরম নির্লিপ্ততা।
(খ) নারী শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের প্রতি অটুট বিশ্বাস।
(গ) প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।
(ঘ) স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতার মহান আদর্শের গ্রহণ।
(ঙ) সমাজের অন্য মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও পরোপকারিতার ভাবনা।
(চ) যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক আপসহীন অবিরাম সংগ্রাম।
(ছ) পাহাড় প্রমাণ চারিত্রিক দৃঢ়তা।

উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে যে বিলাসবহুল 'বসুম্যানসন'-এর ঐশ্বর্যমণ্ডিত বর্ণনা দিয়েছেন, সেই বিপুল বিলাসিতা এবং আড়ম্বরের প্রতি নিরুপমা চরিত্রটি একেবারেই নির্লিপ্ত ও উদাসীন। তাঁর স্বামী প্রমথেশ এবং দুই পুত্র রণেন ও দীপক, যারা পেশায় প্রোমোটারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাদের এই কোটি টাকার ব্যবসার প্রতিও তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো আগ্রহ বা মোহ নেই। যদিও সমাজের অন্যান্য সাধারণ চার-পাঁচটা মধ্যবিত্ত মহিলার মতো তাঁকে প্রতিদিনের ক্লান্তিকর ঘরকন্না সামলাতে হয় না, কিন্তু তবুও এত বড় এবং বিলাসবহুল একটি বাড়িতে তিনি যেন নেহাতই একটা নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তুর মতো তিনতলার একটা নির্জন ঘরে একাকী পড়ে থাকেন। সেই বাড়ির কোনো বিষয়েই তাঁর নিজস্ব অভিমত বা মতামত কেউই বিন্দুমাত্র গ্রহণ করেন না। তাঁর দুই আধুনিক পুত্রবধূ যেখানে সারাদিন চূড়ান্ত আরাম ও আয়েশে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে সদা ব্যস্ত থাকেন, সেখানে নিরুপমার অত্যন্ত সাধারণ সাজপোশাক কোনোভাবেই 'বসুম্যানসন'-এর মতো একটি অভিজাত ও ধনী বাড়ির উপযুক্ত বলে মনে হয় না। দৈনন্দিন আহার গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত সরল এবং সাধারণ; সামান্য হালকা খাবার গ্রহণ এবং প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যায়াম চর্চা করা তাঁর রোজকার বাঁধা রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বাড়িতে যাতায়াতের জন্য আরামদায়ক এবং দামি একাধিক গাড়ি সর্বক্ষণ মজুত থাকা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতো সাধারণ মিনিবাস বা অটোতে যাতায়াত করতেই সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকেন। তাঁর এই অনাড়ম্বর জীবনযাপন এবং সারল্যের জন্য তাঁর নিজের স্বামী এবং ছেলেরাই তাঁকে চূড়ান্ত তাচ্ছিল্য করে 'টিপিক্যাল মিডল ক্লাস মেন্টালিটি'-র মানুষ বলে বিদ্রুপ করতেও কোনোদিন ছাড়ে না।

নিরুপমা একজন উচ্চ শিক্ষিতা নারী, আর ঠিক সেই কারণেই স্বামীর উপার্জিত অজস্র পয়সায় আরামে ও বিলাসে দিন যাপন করার থেকে নিজের অর্জিত শিক্ষাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে জীবনে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হওয়ার প্রতি তিনি অনেক বেশি আগ্রহী এবং যত্নবান। এই অদম্য ইচ্ছাশক্তির কারণেই ষাটোর্ধ্ব বয়সে পৌঁছেও নিরুপমা বিকাশভারতী মিশন স্কুলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসের পদে চাকরি করে চলেছেন। শারীরিক অসুস্থতা বা বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া তিনি বিনা কারণে কখনোই স্কুলে যাওয়া কামাই করেন না। প্রতিদিন ভিড় বাসে বা অটোতে চেপে, আবার কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে তিনি ঠিক সময়মতো তাঁর কর্মস্থলে পৌঁছে যান। তাঁর এই শিক্ষকতার চাকরি একদিকে যেমন তাঁকে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করেছে,

ঠিক তেমনি অন্যদিকে শিক্ষকতার মতো এক মহান ও কল্যাণকর কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রেখে তিনি নিজের এক বিরল চারিত্রিক স্বাতন্ত্রতার উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছেন।

স্বামী এবং দুই ছেলেদের নীতিহীন ব্যবসা সম্পর্কে তাঁর মনে মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা রয়েছে; তিনি ভালো করেই জানেন যে শুধুমাত্র নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সবটুকু সম্ভব নীচে অনায়াসে নামতে পারে। এ নির্মম সত্য কথাও তাঁর বিন্দুমাত্র অজানা নয়। তবে, নিজের দুই বিপথগামী পুত্র সম্পর্কে তাঁর মনে চরম উদাসীনতা থাকলেও তাঁর একমাত্র আদরের কন্যা সুনেত্রার প্রতি তাঁর হৃদয়ে যথেষ্ট এবং গভীর অপত্য স্নেহ সর্বদা বিরাজমান রয়েছে। আর ঠিক সেই কারণেই, স্বামী প্রমথেশের দ্বারা নির্ধারিত অত্যন্ত ধূর্ত ও লম্পট পাত্র বীরেশের হাত থেকে নিজের নিরীহ কন্যাকে চিরতরে রক্ষা করার জন্য তিনি গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে একাই অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেন মেয়েকে হস্টেলে পাঠানোর জন্য। স্বামী বা ছেলেদের কোনো রকম ভয় বা তীব্র পারিবারিক অশান্তির তোয়াক্কা না করেই গৃহীত তাঁর এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত মেয়ে সুনেত্রাকেও নিজের পায়ে মজবুতভাবে দাঁড়ানোর জন্য গভীরভাবে উদ্দীপিত করে তোলে। মায়ের এই অভাবনীয় দৃঢ়তা ও সাহস দেখে সুনেত্রাকে অবাক হয়ে বলতে শোনা যায়, "তোমার মধ্যে এতটা সাহস ছিল ভাবতে পারিনি"।

নিরুপমা নিজে দৃঢ়ভাবে মনে করেন, "মেয়ে যতই শিক্ষিত হোক চাকরি বাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াক, বিবাহিত জীবনের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি"। আর তাই শেষ পর্যন্ত সুনেত্রার নিজের পছন্দ করা একজন শিক্ষিত এবং মার্জিত পাত্র মনোজিতকেই তিনি মেয়ের জন্য সুপাত্র হিসেবে নির্ধারণ করে নেন। বস্তুতপক্ষে, একজন দায়িত্বশীল মায়ের তাঁর সন্তানের সার্বিক কল্যাণার্থে গৃহীত এই সাহসী সিদ্ধান্ত চরিত্রটির এক অভাবনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাতন্ত্র্যতার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

নিরুপমার এই যে অদম্য মানসিক জোর এবং মেরুদণ্ড সোজা করে চলার ক্ষমতা, তার মূল উৎস লুকিয়ে রয়েছে তাঁর পারিবারিক শিক্ষায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতা অতুলপ্রসাদ ছিলেন নিরুপমার জীবনের একমাত্র এবং পরম আইডল। ছোটবেলা থেকেই তিনি তাঁর সেই অন্যায়ের সঙ্গে সর্বদা আপসহীন এবং পরম আদর্শবাদী পিতাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, যিনি কখনোই কারোর কাছে বা কোনও কিছুর প্রলোভনের বিনিময়েই নিজের মাথা নত করেননি বা হার মানেননি। পিতার সেই পবিত্র এবং বজ্রকঠিন আদর্শ নিরুপমার রক্তের শিরায় শিরায় প্রতিনিয়ত প্রবাহমান। তিনি স্বভাবগতভাবে এমন মানুষ নন যিনি বিনা কারণে গায়ে পড়ে ঝগড়া বা বিবাদ সৃষ্টি করবেন। কিন্তু যখনই প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন যে কোনও চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সেই গৃহীত সিদ্ধান্তকে যে কোনো মূল্যে বাস্তবে ফলপ্রসূ করার মতো অসীম সাহসিকতা এই নিরুপমা চরিত্রটির স্বাতন্ত্রতার অন্যতম একটি প্রধান দিক।

উপন্যাসের কাহিনিতে এমন একটি বিশেষ এবং অভাবনীয় ঘটনা ঘটে, যে ঘটনাটি নিরুপমা চরিত্রটির চারিত্রিক সমীকরণকে সাধারণ মানুষের স্তর থেকে তুলে একেবারে এক অনন্য উচ্চপর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। ঘটনাটি হল, একদিন এক মাঝবয়সি অবাঙালি মহিলা এবং তার সাথে থাকা আর এক তরুণীর সঙ্গে নিরুপমার নিজের দুই পুত্র ও স্বামীর এক প্রবল বচসা শুরু হয়, এবং সেই বচসা শেষ পর্যন্ত গড়ায় এক চূড়ান্ত মারামারিতে। এই জঘন্য দ্বন্দ্বে উভয় পক্ষই কমবেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয় বটে, তবে তার নিজের দুই ছেলের পাশবিক আক্রমণের দ্বারা ওই অসহায় তরুণীটি বিশেষভাবে আহত হয়ে পড়ে। এরপর অত্যন্ত নির্মমভাবে বাড়ির দারোয়ান ওই মহিলা এবং তরুণীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এই গোটা অমানবিক দৃশ্যটাই নিরুপমা নিজের তিনতলার নির্জন বারান্দা থেকে নীরবে দেখছিলেন।

তবে এই ঘটনার পর এক চূড়ান্ত আশ্চর্যের বিষয় পরিলক্ষিত হয়; নিজের ঔরসজাত পুত্রদের আঘাত তাঁকে একজন মা হিসেবে যতটা না বিচলিত বা চিন্তিত করেছিল, তার থেকে অনেক বেশি ওই সম্পূর্ণ অপরিচিত তরুণীটির প্রতি হওয়া অন্যায়ের জন্য তাঁর প্রাণ ভেতর থেকে ডুকরে কাঁদতে থাকে। তিনি মনে মনে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর ছেলেরা বিনা কারণেই তরুণীটিকে আঘাত করেনি। এর পাশাপাশি ওই নিরীহ অবাঙালি পরিবারের কতটা চরম ক্ষতিই না করল তাঁর নিজের স্বামী ও পুত্ররা, এই গভীর অপরাধবোধ এবং দুশ্চিন্তায় তিনি সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করে ঘুমোতে পারেননি। সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং ভিন্ন ভাষাভাষী একটি তরুণীর জন্য অন্তরের এই যে গভীর আত্মিক স্পর্শ এবং প্রবল সহানুভূতি, এটি নিরুপমা চরিত্রটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং মানবিক গুণ হিসেবে পাঠকের সামনে ধরা দেয়।

পরের দিন সকালে অন্তরের এই তীব্র প্রাণের তাগিদেই এবং অপরাধবোধের তাড়নায় তিনি সেই মাঝবয়সী মহিলা এবং তাঁর মেয়ের খোঁজখবর নিয়ে তাদের কাছে ছুটে যান। জানা যায় সেই মহিলার নাম রেবেকা এবং তাঁর আহত কন্যার নাম এলিজাবেথ ওরফে লিজা। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিরুপমা যে আচরণ করেন তা এক কথায় অভাবনীয়। নিজের স্বামী ও পুত্রদের এই জঘন্য কর্মকাণ্ডে যে তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো সমর্থন নেই এবং তাদের প্রতি তাঁর লজ্জা ও ঘৃণার কোনো লেশ মাত্র নেই, তা তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যে প্রকাশ পায়। তিনি অকপটে বলেন, "বিশ্বাস করবে কি না জানি না সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি তোমাদের জন্য তো খুব কষ্ট হচ্ছিলই, আমার স্বামী আর ছেলেরা এতটা নীচে নেমে গেছে ভাবতেও ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছা করছিল"।

সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু যে নিজের পরিবারের প্রতি চরম ঘৃণাই প্রকাশ করেছিলেন এমনটা নয়, বরং তিনি একপ্রকার প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন নিজের পরিবারের বিরুদ্ধেই। তিনি নিজে থেকেই লিজাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী ও ছেলেদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে ডাইরি করার জন্য। শুধু তাই নয়, আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি নিজেই যে নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী দেবেন, এই কঠিন প্রতিশ্রুতিও তিনি অবলীলায় তাদের দিয়েছিলেন। নিরুপমার মতো একজন সম্ভ্রান্ত বাড়ির গৃহবধূর এমন অবিশ্বাস্য সাহস ও উন্নত মানসিকতার পরিচয় পেয়ে রেবেকাকে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে শোনা যায়- "আপনার মতো মানুষ আমি আগে আর দেখিনি"।

রেবেকাদের মহামূল্যবান প্রপার্টি বা সম্পত্তি অসৎ উপায়ে গ্রাস করার যে চক্রান্ত চলছিল, তা থেকে তাদের রক্ষা করতে নিরুপমা প্রথমে 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান'-এর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেখান থেকে তিনি কোনোরকম সাহায্য পাননি। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র দমে যাননি, বরং নিজেই একাকী নিজের প্রবল ক্ষমতাশালী স্বামী, দুই পুত্র ও বীরেশের মতো ভয়ঙ্কর অপশক্তির বিরুদ্ধে এক অভেদ্য ঢাল হয়ে রুখে দাঁড়ান।

উপন্যাসের একেবারে শেষ লগ্নে নিরুপমা যখন নিজের এই তথাকথিত বিলাসবহুল কিন্তু নীতিহীন বাড়ি চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, তখন এক গভীর অন্তর্দহনের সৃষ্টি হয়। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে পেছন থেকে "স্বামী ও ছেলেদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল... নিরুপমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগলো, তবু তিনি ফিরে তাকালেন না, থামলেন না"। আবেগের এই প্রবল ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়েও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকার এই যে অভাবনীয় দৃঢ়তা, তা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠ একটি দিক। আজীবন লালিত আদর্শ তাঁর কাছে সর্বাগ্রে এবং জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তাই কোনো ধরনের অন্যায়ের সঙ্গে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপস করতে রাজি নন।

তাঁর কাছে নীতি এতটাই বড় যে, আপনজনও যদি অন্যায়কারী বা অপরাধী হয়, তবে তা তিনি কোনো ভাবেই একজন স্নেহময়ী মা বা স্ত্রী হিসেবে মেনে নেবেন না। আজীবন যে মহান আদর্শের দ্বারা তিনি তিল তিল করে লালিত হয়েছেন, সেই আদর্শই তাঁর কাছে রক্তের বা সমাজের সমস্ত সম্পর্কের থেকে অনেক বেশি বড় এবং পবিত্র। মানব মনের অন্তরের চিরকালীন নারী সুলভ বা মাতৃত্ব সুলভ অনুভূতির উপর ছাই চাপা দেওয়া যে কোনো সাধারণ নারীর কাছে প্রায় এক অসাধ্য সাধন করার সমান, আর এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে নিরুপমা তাঁর অবিচল মানসিকতা দিয়ে সে অসাধ্যকেই পরম সাহসিকতার সঙ্গে সাধন করলেন।

আসলে উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র নিরুপমাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। আকার আকৃতির দিক থেকে উপন্যাসটি অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। উপন্যাসটিতে জটিলতা, সম্পর্কের টানপোড়ান, চরিত্রের আধিক্য কোনও কিছুই ঘটাননি লেখক। তাঁর সমস্ত ভাবনা জুড়ে ছিল এই একটি মাত্র চরিত্র। লেখকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতায় নিরুপমা স্বাতন্ত্র্যময়ী আধুনিক নারীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। রায়, প্রফুল্ল। প্রফুল্ল রায় রচনা সমগ্র। ভাগ-৬, দে'জ পাবলিশিং; এপ্রিল, ২০১২ (প্রথম প্রকাশ), কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ১০-১১।

২। তদেব, পৃ. ৩৮৯।

৩। তদেব, পৃ. ৩৫০।

৪। তদেব, পৃ. ৩৬২।

৫। তদেব, পৃ. ৩৬৯।

৬। তদেব, পৃ. ৩৯৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১। রায়, প্রফুল্ল। প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র। ভাগ-৬, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ২০১২ (প্রথম প্রকাশ), কলকাতা-৭০০০৭৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সাহা, অমৃতা। প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস, সময়-সমাজ-সঙ্কট। করুণা প্রকাশনী, ১৮/এ টেমারলেন, কলকাতা–৭০০০০৯।

২। গোমতী। ত্রিপুরা সরকার প্রকাশিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, ৩৩ তম বর্ষ, বইমেলা, পৃ. ৬৭-৭০।

৩। 'প্রতিধ্বনি' গবেষণা পত্রিকা, Volume- VIII, Issue- III, January 2020, Page no. 34-44.